ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন রাকুল প্রীত

পৃঃ ৫

কেন এতো বিতর্কিত কথা বলেন? ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে যা বললেন গম্ভীর

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০০৫ ● কলকাতা ● ১৯ পৌষ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ০৫ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তা নেই

(শেষ পর্ব)

সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে

এরপর ৩ পাতায়

বাংলার ৭ জেলায় রাহুলের

'ভারত ন্যায় যাত্রা'

নয়াদিল্লিঃ নিউজ সারাদিন : ভারত ন্যায় যাত্রার নাম বদলে দিল কংগ্রেস ।পুরাতন নামের সঙ্গে যোগ করা হল 'জোড়ো' শব্দটি। অর্থাত রাহুলের যাত্রার নতুন নাম দাঁড়াল 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' । আসলে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র রেশ ন্যায় যাত্রাতেও বয়ে নিয়ে যেতে চাইছে হাত শিবির। মেঘালয়, অসম, ত্রিপুরা হয়ে বাংলায় ঢোকার কথা ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার। কংগ্রেস সূত্রের খবর, বাংলার উপর দিয়ে প্রায় ৫২৩ কিলোমিটার যাত্রা করবেন কংগ্রেস সভাপতি। বাংলার সাত জেলা ছুঁয়ে যাবেন তিনি। কোচবিহার হয়ে বাংলায় ঢুকে শিলিগুড়ি, মালদহ হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর জেলা মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম হয়ে ঝাড়খণ্ডে ঢুকে যাবেন তিনি। মূলত যে এলাকায় কংগ্রেস লড়তে চাইছে, সেই এলাকার উপর দিয়েই যাবে রাহুলের যাত্রা।বৃহস্পতিবার দলের সদর দপ্তরে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং ভারত ন্যায় যাত্রার রুটম্যাপ ঠিক করতে জরুরি বৈঠক ডেকেছিল কংগ্রেস। সেই বৈঠক সব রাজ্যের প্রদেশ নেতৃত্ব এবং দলের সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকের পরই কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের প্রধান জয়রাম রমেশ জানান, 'ভারত জোড়ো যাত্রার যে সাফল্য, সেটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আর এই যাত্রা যেহেতু সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সার্বিক ন্যায়ের লক্ষ্যে তাই ন্যায় শব্দটাও থাকবে।'

নাম ছাড়াও ন্যায় যাত্রায় আরও বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমে ঠিক ছিল ৬৫ দিনের এই যাত্রা হবে ১৪ রাজ্যের উপর দিয়ে। এবার যাত্রার রুটে যুক্ত হয়েছে অরুণাচল প্রদেশও। আগে ঠিক হয়েছিল ৬ হাজার ২০০ কিলোমিটার যাত্রা করবেন রাহুল গান্ধী । এবার সেটা বেড়ে ৬ হাজার ৭০০ কিলোমিটারের আশেপাশে হতে চলেছে। গোটা যাত্রায় মোট ১০০টি লোকসভা ছুঁয়ে যাবেন রাহুল। ৩৩৭টি লোকসভায় এর প্রভাব পড়বে।

তৃণমূলের 'সেনাপতি'কে

'বাচ্চা' বললেন আব্দুল করিম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূলে নবীন-প্রবীণ বিতর্কে এবার যোগ দিলেন আব্দুল করিম চৌধুরী। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে তীব্র আক্রমণ ইসলামপুরের বিধায়কের। নাম না করে তৃণমূলের 'সেনাপতি'কে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, নবীন-প্রবীণ বিতর্কে লাগাতার মন্তব্য করে চলা তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষকেও তীব্র আক্রমণ করলেন তিনি ।প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, "দৈত্যকুলের সংঘাত চলছে। সবই তো দৈত্য। এগুলো চলবে। আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে। এখনও পর্যন্ত তো কেউ খুন হননি। এর পর খুনও হবে।" তবে বিরোধীরা সমালোচনায় সরব হলেও, তৃণমূলের অন্দরে নবীন-প্রবীণ সংঘাত নিয়ে পারদ চড়ছেই ক্রমশ। লাগাতার প্রকাশ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে চলেছেন তাঁরা ।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন কুণালকে সঙ্গে সঙ্গে সরালেন না, প্রশ্ন তুলেছেন আব্দুল করিম। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমে নবীন-প্রবীণ বিতর্ক নিয়ে মুখ খোলেন আব্দুল করিম। তিনি বলেন, "কুণাল ঘোষ অনেক কথা বললেন, শুনেছি আমরা। মমতাদির উচিত ছিল ওঁকে ততক্ষণাত সরিয়ে দেওয়া। প্রবীণদের ছাড়া বাংলা কেন, কোনও রাজ্য, এমনকি দেশই চলবে না। বাঁদরের হাতে নারকেল দেওয়া আর কী..যে সেনাপতি হয়েছে না! আগেই বলেছিলাম মমতাদিকে যে, বাচ্চা ছেলে, বালক। সঙ্গে

এরপর ৩ পাতায়

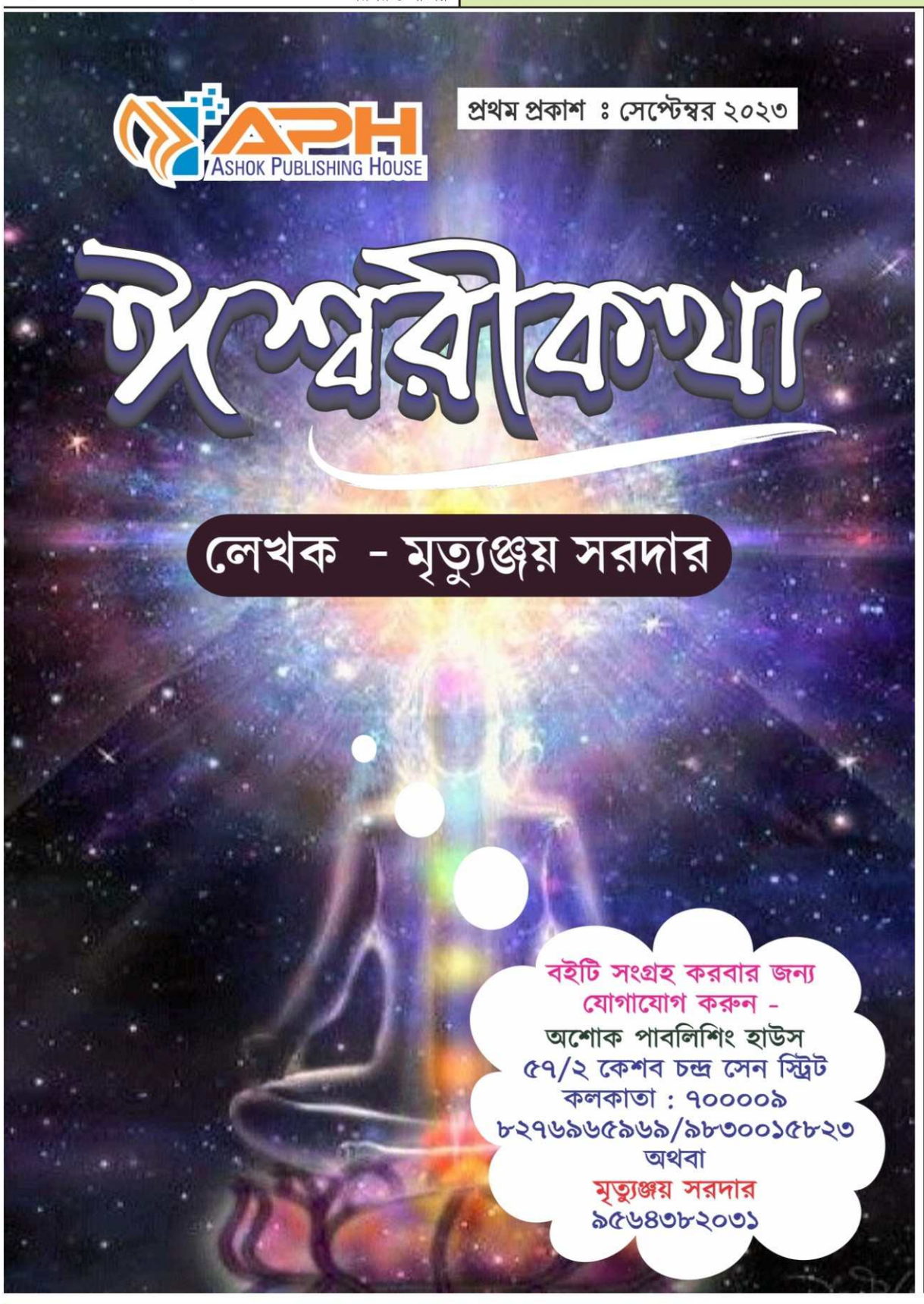

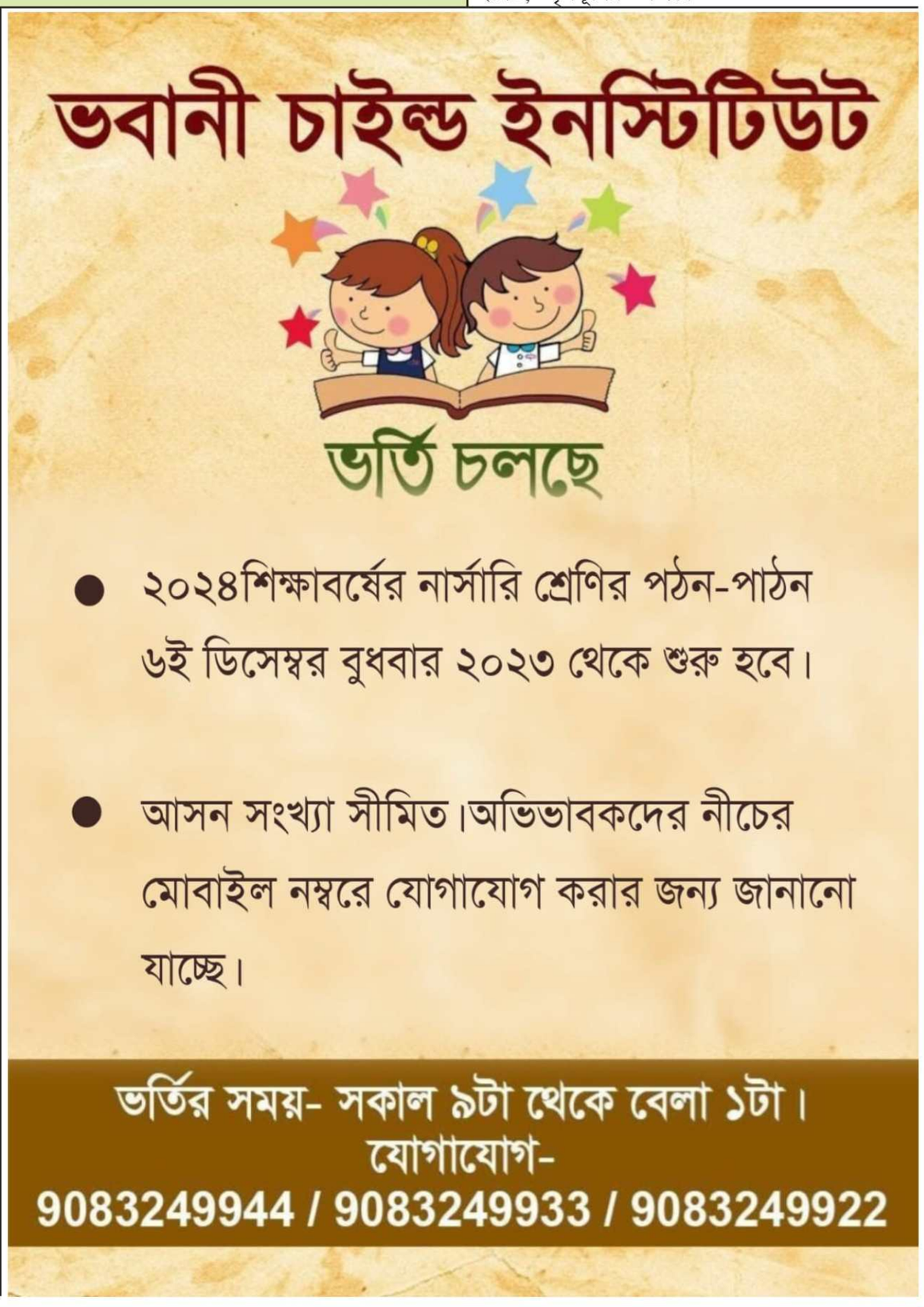

গঙ্গাসাগর মেলায়

ইসকনের সেবা শিবির ২০২৪

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গাসাগর মেলায়, ইস্কন গঙ্গাসাগর শাখা কেন্দ্র দ্বারা (গঙ্গাসাগর মেলার ৫ নম্বর রাস্তায় হ্যালিপ্যাডের নিকটে, কে-২ বাস টার্মিনালের বিপরীতে) তীর্থ যাত্রীদের জন্য সেবা শিবির তৈরি করা হয়েছে। ১০ই জানুয়ারী বুধবার ২০২৪ থেকে চলবে ১৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবার ২০২৪ পর্যন্ত এই ৭ দিন ব্যাপী। এবছর এক লক্ষ তীর্থযাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেট ভরে প্রসাদ বিতরণ করা হবে, চিকিৎসা শিবির ও বস্ত্র বিতরণ (কম্বল), এছাড়াও ৪০০০ কপি গীতা বিতরন ইত্যাদি পরিসেবা দেওয়া হবে। ৬০০ স্বেচ্ছাসেবক এই সেবা শিবিরে নিরলসভাবে দিবা-রাত্র সেবায় নিযুক্ত থাকবেন। অস্থায়ী রাত্রিকালীন বাসস্থান (Night Shelter) দেওয়া হবে। বিশ্বশান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগরনের জন্য প্রতিদিন সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা এবং বিকেল ৪ টে থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে মহা হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে।পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ৩০ জন বিদেশী ভক্তবৃন্দ এই হরিনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করবেন।গঙ্গাসাগর মেলার সাফল্য ও আগত তীর্থযাত্রীদের মঙ্গল কামনায় ইসকন গঙ্গাসাগরে বিশেষ একটি যজ্ঞের আয়োজন করবে,১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০২৪,এই ৩ দিন ব্যাপী বিকেল ৪ টে থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান চলবে। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয় বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা,ও ইসকনের সন্ন্যাসীবৃন্দ।

সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার। আসুন, মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মহা সন্ধিক্ষণে মকর সংক্রান্তির পূণ্য লগ্নে অবগাহন করে আমাদের মানব জীবনকে ধন্য করি।

নলেজ সিটি পৌষ মেলাতেই
কবি মৌসুমী পালকে স্মারক তুলে দিচ্ছে মেলা কমিটি

পুলিশের ডিজি হলেন

'ফোনে আড়িপাতায়' অভিযুক্ত রশ্মি শুক্লা

মুম্বই: নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের আগেই মহারাষ্ট্র পুলিশের ডিজির দায়িত্ব নিলেন বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের 'প্রিয় পাত্রী' রশ্মি শুক্লা। এই প্রথম মরাঠা-ভূমে কোনও মহিলা আইপিএস রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পদে বসলেন। আগামী ৩০ জুন তাঁর

এরপর ৩ পাতায়

SOMANY (সোমানি) সেরামিকস 'সোমানি ম্যাক্স'

ব্র্যান্ডের 'Coverstone 15' লঞ্চ করেছে

Kolkata, 26th December 2023: নিউজ সারাদিন : সেরামিক টাইলস ও অ্যালায়েড প্রোডাক্টের গ্লোবাল লিডার, SOMANY সেরামিকস লিমিটেড, অত্যন্ত গর্বের সাথে, সংস্থার নতুন ব্র্যান্ড ভার্টিকাল 'সোমানি ম্যাক্স'-এর অধীনে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত 15 মিলিমিটারের লাক্সারি স্ল্যাবের কালেকশন, 'Coverstone 15'-এর আবরণ উন্মোচন করেছে। মুম্বইতে এই লঞ্চ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান বিশাল ব্যাপ্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমানির FSC (ফ্রিটেজ কম্প্যাক্ট স্ল্যাব) টেকনোলজি দ্বারা 'Coverstone 15' পরিচালিত হয় যা অত্যন্ত বেশি তাপমাত্রায় নিখুঁত ও সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অতুলনীয় সারফেসের গুণাগুণ অর্জন করতে সাহায্য করে। এর ফলস্বরূপ, একটি ঘন, শক্ত এবং কোনও ধরনের ছিদ্র না থাকা টেকসই সারফেস তৈরি করা সম্ভব হয় যা খুব বেশি মাত্রায় আগুন, রাসায়নিক, কোনও দাগ ও আঁচড়-প্রতিরোধক হয়। সোমানি (SOMANY) সংস্থা, গুজরাটের মোরবিতে 27 একর জুড়ে বিস্তৃত একটি সুসংহত প্লান্ট স্থাপন করেছে যেখানে লেটেস্ট CONTINUA+ টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। এই নতুন কারখানার অ্যাক্টিভিটির সাথে অপ্টিমাইজ করা প্রোডাকশন প্রক্রিয়া সংযুক্ত করা হয়েছে যেখানে উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত চুল্লিতে হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহারের জন্যও প্লান্টকে উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে।

সোমানি সেরামিকস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও, মিঃ অভিষেক সোমানি বলেন, "নতুন নতুন উদ্ভাবনের প্রতি আমাদের অপ্রতিরোধ্য দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসাবে, আমরা FSC টেকনোলজি সহ অত্যাধুনিক 'Coverstone 15' রেঞ্জ চালু করেছি, যেখানে ভারতে প্রথমবারের জন্য অনেক বড় সাইজ ও অসাধারণ ফিনিশিংয়ের প্রোডাক্ট গ্রাহকের জন্য চালু করা হচ্ছে। এই ধরনের স্ল্যাবের মাধ্যমে, কিচেন টপ, কাউন্টারটপ, সিঁড়ির ধাপ, ফ্লোরিং, ওয়াল ক্ল্যাডিং, বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচার এলিমেন্ট, উইন্ডো ও লিফট সিলিং ইত্যাদির জন্য সঙ্গতিপূর্ণ সৌন্দর্যায়ন, গ্রাউট লাইনকে সমান করা এবং নতুন স্টাইল ও আকার প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। কোনও পালিশ করা মার্বেলের ঝকঝকে লুক, কাঠের সারফেসের আকর্ষণীয়তা ও আমেজ অথবা ন্যাচরাল স্টোনের খসখসে সারফেস, যেকোনও ধরনের সৃজনশীল লুকের অসীম সম্ভাবনা 'সোমানি ম্যাক্স'-এর মাধ্যমে আপনি পেতে পারেন, যা আপনাকে সৃজনশীলতার আরও গভীরে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে।"

'Coverstone 15' রেঞ্জের প্রোডাক্টের রেঞ্জের মধ্যে ফুল বডি স্ল্যাব সহ টেকনিক্যাল পোর্সিলিন রেঞ্জের নানা ধরনের প্রোডাক্ট পড়ে এবং অন্যদিকে সমসাময়িক ফিনিশিং রেঞ্জের মধ্যে ভারতে প্রথমবার লঞ্চ করা বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম রেঞ্জের প্রোডাক্ট কভার করা হয় এবং তার সাথে লাক্সারি পালিশ করা ফিনিশিংয়ের রেঞ্জও উপলভ্য আছে যাতে স্ল্যাবের সাইজ 800 x 2400 মিলিমিটার থেকে শুরু হয়ে আরও বড় সাইজ পাওয়া যায়।

এই লঞ্চের পাশাপাশি, সোমানি সংস্থা তার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসডর, সলমান খানকে দিয়ে একটি ৩৬০-ডিগ্রি হাই অক্টেন মার্কেটিং প্রচারও লঞ্চ করেছে যা টিভি, ডিজিটাল, রেডিও এবং আউটডোর মিডিয়া জুড়ে কভার করা হয়েছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে ১লা জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে আমাদের কলকাতা অফিস ১৯ডি জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করার জন্য ধন্যবাদ।

সম্পাদক

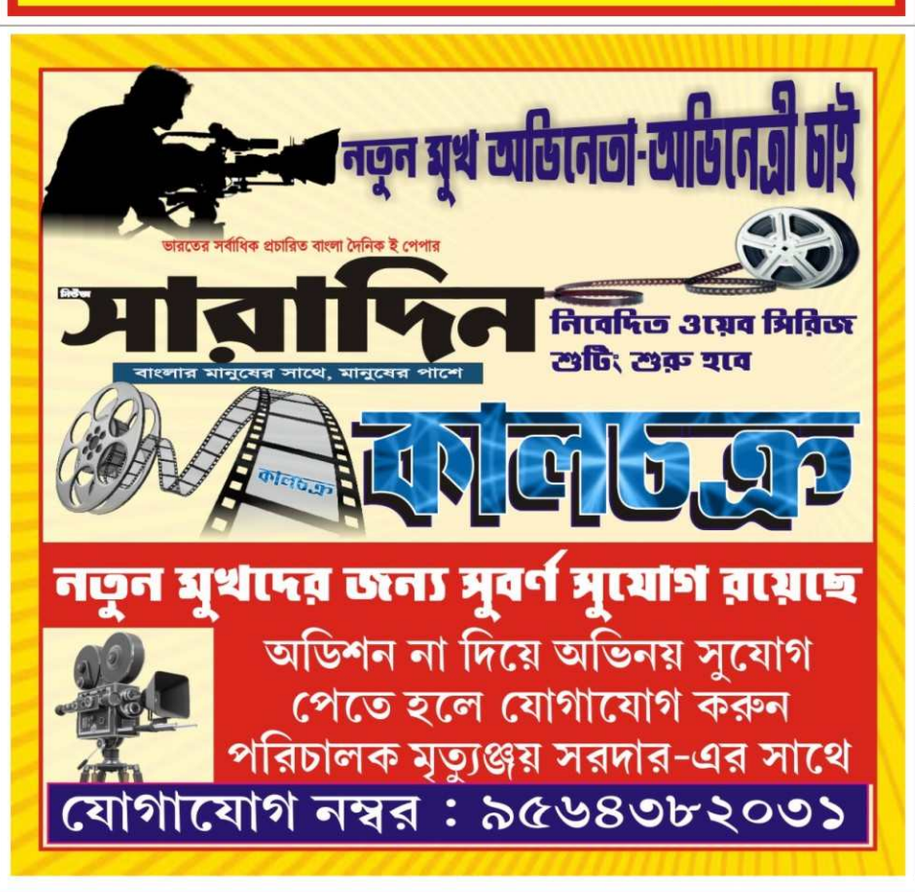

সিমবায়োসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি)

স্নাতক প্রোগ্রামের জন্য আবেদন ওপেন করেছে

SYMBIOSIS
INTERNATIONAL (DEEMED UNIVERSITY)

APPLICATIONS OPEN
for Symbiosis UG Programmes
via SET | SLAT | SITEEE

76 TEST CITIES | 25 PROGRAMMES | 2 TEST ATTEMPTS

Kolkata, 4th Januar-2024 : নিউজ সারাদিন : সিম্বিওসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি) (SIU) তার প্রখ্যাত প্রবেশিকা পরীক্ষার আবেদনের তারিখ ঘোষণা করেছে, তার ছত্রছায়ার অধীনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জুড়ে স্নাতক প্রোগ্রামে ভর্তির সুবিধা প্রদান করেছে। এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে রয়েছে SET - General (Symbiosis Entrance Test), SET – Law, যাকে বলা হয় Symbiosis Law Admission Test (SLAT), এবং the Symbiosis Institute of Technology Engineering Entrance Exam (SITEEE). এগুলি সারা ভারতে 76টি শহরে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা (CBT) মোডে পরিচালিত হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রার্থীরা প্রতিটি পরীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সহ নীচে দেওয়া অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন লিঙ্কগুলি অ্যাক্সেস করে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার জন্য নাম নথিভুক্ত করতে পারেন।

SET – General (Symbiosis Entrance Test):

সিমবায়োসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি) 13 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে SET 2024-এর জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আবেদনের উইন্ডোটি প্রায় চার মাস খোলা থাকবে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রার্থীরা 12 এপ্রিল, 2024 পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। SET অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে 5 মে, 2024 (রবিবার) এবং 11 মে, 2024 (শনিবার)। উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রার্থীরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাদের নিবন্ধন সম্পূর্ণ করতে পারেন: www.set-test.org/ –-তে আবেদন করে।

SET 2024 এর মাধ্যমে আবেদন করার জন্য প্রোগ্রামগুলি:

- B.B.A. - অনার্স/গবেষণা সহ অনার্স
- B.C.A অনার্স/গবেষণা সহ অনার্স)
- B.B.A (তথ্য প্রযুক্তি)
- বি.এ. (গণযোগাযোগ) - অনার্স/গবেষণা সহ অনার্স
- B.Sc. (অর্থনীতি)- অনার্স/গবেষণা সহ অনার্স
- B.Sc. (অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিকস এন্ড ডাটা সায়েন্স)- অনার্স/গবেষণা সহ অনার্স

Symbiosis Law Admission Test (SLAT):

সিমবায়োসিস ল অ্যাডমিশন টেস্ট 2024 বা SLAT 2024 5 মে, 2024 (রবিবার) এবং 11 মে, 2024 (শনিবার) SLAT 2024 পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে CBT মোডে অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য, সিম্বিওসিস টেস্ট সেক্রেটারিয়েট 2024 সালের 13 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে SLAT আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করে। পুনে, নয়ডা, হায়দ্রাবাদ এবং নাগপুরে উপস্থিত সমস্ত সিম্বিওসিস ল স্কুলের (SLSs) জন্য। নীচের প্রদত্ত প্রোগ্রামগুলি অনুসরণ করার জন্য উন্মুখ প্রার্থীরা মনোনীত অফিসিয়াল ওয়েবসাইট: https://www.set-test.org/ -তে ক্লিক করে তাদের নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি শেষ করতে পারেন।

আবেদন করার জন্য প্রোগ্রামগুলি:

- B.A.LL.B (অনার্স)
- B.B.A.LL.B (অনার্স)
- B.A.LL.B.
- B.B.A.LL.B

SET – Engineering Entrance Exam (SITEEE):

SITEEE 2024 আবেদন প্রক্রিয়াটি BTech প্রোগ্রামের আধিক্যের জন্য অনলাইনে পরিচালিত হয়, যার পরীক্ষার তারিখ 5 মে, 2024 (পরীক্ষা 1) এবং 11 মে, 2024 (পরীক্ষা 2) নির্ধারণ করা হয়েছে। SITEEE 2024-এ আগ্রহী প্রার্থীদের অবশ্যই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট পরিদর্শন করতে হবে: https://www.set-test.org/ এপ্রিল 12, 2024 এর সময়সীমার আগে।

আবেদন করার জন্য প্রোগ্রামগুলি:

- Bachelor of Technology (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং)
- Bachelor of Technology (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)
- Bachelor of Technology (কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং)
- Bachelor of Technology (ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন)
- Bachelor of Technology (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)
- Bachelor of Technology (রোবোটিক্স এবং অটোমেশন)সিমবায়োসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি) (SIU) পুনে, নয়ডা, হায়দ্রাবাদ, নাগপুর এবং বেঙ্গালুরুর মতো একাধিক রাজ্য এবং শহর জুড়ে একটি উপস্থিত রয়েছে, যা এর সমস্ত ক্যাম্পাস জুড়ে "মানসম্পন্ন শিক্ষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার প্রচার" এর দৃষ্টিভঙ্গি মূর্ত করে। এই শিক্ষামূলক কেন্দ্রগুলি প্রাণবন্ত সম্প্রদায় হিসাবে কাজ করে, সেইসব বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ছাত্রদের আকর্ষণ করে যারা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং আতিথেয়তার সংস্পর্শেআসে।

UGC (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) দ্বারা ক্যাটাগরি-ও মর্যাদার সাথে স্বীকৃত এবং ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল (NAAC) দ্বারা একটি ব্যতিক্রমী 'A++' গ্রেড, সিম্বিওসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি) শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রার্থীদের SET প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাতক প্রোগ্রাম সমৃদ্ধ করার জন্য আবেদন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, এটি একটি রূপান্তরমূলক শিক্ষামূলক যাত্রার অভিজ্ঞতা। আরও জানতে দেখুন - https://www.set-test.org/

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তা নেই

কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে।

১-ম পাতার পর

তৃণমূলের 'সেনাপতি'কে 'বাচ্চা' বললেন আব্দুল করিম

রাখুন। কিন্তু পুরো ক্ষমতা দেবেন না। বাচ্চা ছেলে, শিশু।"আব্দুল করিম যদিও সরাসরি নাম উল্লেখ করেননি। তবে 'সেনাপতি' বলে তিনি অভিষেককেই নিশানা করেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ তৃণমূলে অলিখিত ভাবেই মমতার উত্তরসূরি হিসেবে দেখা হয় অভিষেককে। মমতা যদি দলের কাণ্ডারী হন, তাহলে অভিষেক তাঁর সেনাপতি, এমন মন্তব্য একাধিক বার শোনা গিয়েছে কুণাল-সহ দলের অন্য নেতাদের মুখে। সেই আবহে আব্দুল করিমের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, "তৃণমূলে একটিই পোস্ট। রাজার পর যেমন তাঁর ছেলে বা মেয়ে উত্তরাধিকারী হন। তৃণমূলও তেমনই, একটা কোম্পানি। নবীন আর প্রবীণের মধ্যে এখন দরাদরি চলছে। মাল ঝাড়াতে কে কত ভাগ পাবে, সেই নিয়ে লড়াই। করিম সাহেবের কাছে মাল পৌঁছচ্ছে না তাই মুখ খুলেছেন। পৌঁছলে ঠান্ডা হয়ে যাবেন।"

চার কোটি ব্যায়ে পাঁচটি প্রকল্পের শিলিন্যাস দুই মন্ত্রী

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা: নিউজ সারাদিন : মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের বরাদ্দ অর্থে চার কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচটি প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন মালদার দুই মন্ত্রী।

এদিন হরিশ্চন্দ্রপুরের পিপলা কলেজ ময়দানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন যৌথভাবে উপস্থিত থেকে মালদা জেলার অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের দ্বিতলভবন নির্মাণ এবং স্থল উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ পথ নির্মানের জন্য মোট ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া ও মালদা জেলার অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেজপুরা স্ট্যান্ড হইতে শ্যামের হাট পর্যন্ত প্লেভার রাস্তা নির্মাণ ও মালদা জেলার অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রশিদ এর বাড়ি থেকে শুকুর উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা নির্মানের ও এদিন শিল্যান্যাস করা হয়।মালদা জেলার অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লকের মালিওর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের খারাগ্রাম থেকে সিমরাহা গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা ঢালাই রাস্তা নির্মানের ও এদিন শিল্যান্যাস করা হয়। এবং মালদা জেলার অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুর ২নং ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বস্তা বাঁধ থেকে ভুনা পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা নির্মানের ও শুভ শিল্যান্যাস করা হয়।

এই পাঁচটি প্রকল্প মোট চার কোটি টাকা ব্যয়ে এদিন শিল্যান্যাস করেন যৌথভাবে দুই মন্ত্রী।

এইদিন এই শুভ শিল্যান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন এবং পিপলা কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সুমিত নন্দী সহ অন্যান্য অধ্যক্ষগণ।

এদিন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ার পরে রাজ্যের উন্নয়ন থমকে গিয়েছিল। তাই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের তহবিল থেকে রাজ্যের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে এই কাজগুলি শুরু হয়েছে। আমরা আমাদের রাজ্যের তহবিল থেকে কাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাব। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ চালু করতে পারার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লাক্ষাদ্বীপের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর লাক্ষাদ্বীপ সফরের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে অসাধারণ আতিথেয়তার জন্য সেখানকার মানুষজনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

"সম্প্রতি লাক্ষাদ্বীপের মানুষের কাছে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। এই দ্বীপের আসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এখানকার মানুষের অতুলনীয় উষ্ণতায় আমি এখনও অভিভূত হয়ে রয়েছি। আগাত্তি, বঙ্গারাম এবং কাভারাত্তির বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছে আমার। তাঁদের আতিথেয়তার জন্য আমি এই দ্বীপের মানুষজনকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে তারই কিছু ঝলক রইল, আকাশ থেকে লাক্ষাদ্বীপের ছবিও এর মধ্যে রয়েছে।"

অযোধ্যায় প্রভু শ্রীরামকে স্বাগত জানানোর উদ্যোগে গোটা দেশ আনন্দিত: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ০৪ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, অযোধ্যায় প্রভু শ্রীরামকে স্বাগত জানাতে প্রত্যেকে বিভিন্নভাবে তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করছেন। এই বিশেষ দিন উপলক্ষে গোটা দেশ উৎসাহিত এবং ভক্তরা রামলালার প্রতি ভক্তিতে ডুবে রয়েছেন। প্রভু শ্রীরামের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হংসরাজ রঘুবংশীর একটি ভজনও শ্রী মোদী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "অযোধ্যায় প্রভু শ্রীরামকে স্বাগত জানানোর অনুষ্ঠানকে ঘিরে গোটা দেশ রামময় হয়ে উঠেছে। রামলালার প্রতি ভক্তিতে ডুবে থাকা ভক্তকূল এই শুভ দিনকে সামনে রেখে নিজেদের ভাবনা অনুযায়ী তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করছেন। ভগবান শ্রীরামের প্রতি সমর্পিত হংসরাজ রঘুবংশীজির এই ভজনটি শুনুন...

সাংসদ কল্যাণকে সস্ত্রীক ডেকে পাঠালেন জগদীপ ধনখড়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাংসদের বাইরে মিমিক্রি করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দৃশ্য ছড়িয়ে পড়েছিল কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী সেটি ফ্রেমবন্দি করে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে। হাত নাচিয়ে দেশের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের নকল করেছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া বাংলার সঙ্গে জগদীপ ধনখড়ের সম্পর্ক বহুদিনের। রাজ্যপাল হিসেবে তিনি যখন দায়িত্বে ছিলেন, তখনও সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে। বরং বারবার সংঘাতের ছবি দেখা গিয়েছে। আর ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অঙ্গভঙ্গি করার যে অভিযোগ ওঠে সেটাও নজিরবিহীন। যদিও মুখে কল্যাণ বলেছিলেন, তিনি জগদীপ ধনখড়কে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে যথেষ্ট সম্মান করেন। শীতকালীন অধিবেশনে সংসদের দুই কক্ষে একের পর এক সাংসদ সাসপেন্ড হয়েছিলেন। তখন মিমিক্রি করেছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ। বিজেপি নেতা সুনীল দেওধর সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, এই হল 'ইন্ডিয়া' জোটের আসল রূপ। এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই ধনখড়কে ফোন করে দুঃখপ্রকাশ করেন নরেন্দ্র মোদী।আর এই বিষয়টি ছড়িয়ে পড়তেই তিরস্কার করেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। তাঁর মন্তব্য, 'অধঃপতনের সীমা ছাড়িয়েছে।' একের পর এক বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা আক্রমণ শানান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে এই ঘটনার একমাস গড়ানোর আগেই সামনে এল সৌজন্যের ছবি। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এল জগদীপ ধনখড়ের ফোন। শুধু কল্যাণ নন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও কথাবার্তা হল বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপালের।

এদিকে উপরাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছার জন্য পাল্টা ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাংসদ কল্যাণ। নিজের এক্স হ্যান্ডলে সে কথা তুলে ধরেছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ নিজেই। জন্মদিনে তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলে কথা। তাই কল্যাণ জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। নিজের বাড়িতে নৈশভোজের আমন্ত্রণও জানিয়েছেন। নতুন সংসদ ভবনের বাইরে এই জগদীপ ধনখড়কেই 'মিমিক্রি' করেছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিমিক্রির ঘটনায় জগদীপ ধনখড় জানান, এই সব কথা মেনে নেওয়া যায় না। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা বলে ছিলেন, এটা আসলে শিল্পেরই ধরন। কাউকে আঘাত করতে নয়। বৃহস্পতিবার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। সকাল থেকে অনেক রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানান এক্স হ্যান্ডেলে। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সৌজন্য দেখাতে পিছিয়ে থাকেননি জগদীপ ধনখড়ও। সরাসরি টেলিফোন করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সাংসদ নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে সে কথা জানিয়েছেন। কল্যাণ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আমার জন্মদিনে যে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছে উপরাষ্ট্রপতি তাঁর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। আমি আপ্লুত যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। আমার পুরো পরিবারকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন। আমার স্ত্রী এবং আমাকে তিনি দিল্লিতে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নৈশভোজের জন্য।'

২ পাতার পর

পুলিশের ডিজি হলেন 'ফোনে আড়িপাতায়' অভিযুক্ত রশ্মি শুক্লা

অবসর নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ডিজি পদে তাঁকে দুই বছরের মেয়াদে নিয়োগ করেছে একনাথ শিন্ডে সরকার।মুম্বইয়ের পুলিশ ও আমলা মহলে বিজেপি নেতৃত্বের 'প্রিয় পাত্রী' হিসাবেই পরিচিত ১৯৮৮ ব্যাচের আইপিএস রশ্মি শুক্লা। বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন পুণের পুলিশ কমিশনার-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ হাসিল করেছিলেন। এমনকি রাজ্যে উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বে মহা বিকাশ আঘাড়ি সরকারের সময়ে জোটের একাধিক নেতার ফোনের কথোপকথন রেকর্ড করে 'রাজনৈতিক প্রভু' দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ উঠেছিল। ওই ঘটনায় বেশ কয়েকটি এফআইআর দায়ের হয় শুক্লার বিরুদ্ধে। তড়িঘড়ি মহারাষ্ট্র পুলিশ থেকে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে চলে যান। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের 'বিশ্বাসভাজন' হয়ে ওঠেন। ফলস্বরূপ অনেক যোগ্য আইপিএস অফিসারকে টপকে সিআরপিএফের অতিরিক্ত ডিজি ও সশস্ত্র সীমা বাহিনীর (এসএসবি) ডিজির দায়িত্বও পান।রাজ্যের নয়া ডিজির বিরুদ্ধে ভুরিভুরি অভিযোগ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী) সাংসদ সঞ্জয় রাউত এবং বিজেপি নেতা একনাথ খাড়সের ফোনে আড়িপাতার মতো মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। বিরোধীদের আশঙ্কা, ডিজি হিসাবে মহারাষ্ট্র পুলিশকে বিজেপির পোষ্য ভৃত্য বাহিনীতে পরিণত করবেন রশ্মি শুক্লা।

গহ ৩১ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্র পুলিশের ডিজির পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন রজনীশ শেঠ। প্রভু ভক্তির কারণে অবসর নেওয়ার পরেই মহারাষ্ট্র পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (এমপিএসসি) চেয়ারম্যান পদে বসেছেন তিনি। আর তাঁর জায়গায় ভারপ্রাপ্ত ডিজি হিসাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার বিবেক ফানসালকার।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০০৫ সংখ্যা ০৫ জানুয়ারী, ২০২৪ শুক্রবার ১৯ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ডিএ-র বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন, ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর সরকারি কর্মীদের

কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিল নবান্ন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দফতরের তরফে এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সরকারি কর্মচারী, সরকার অনুমোদিত শিক্ষাঙ্গনের কর্মচারী, স্বশাসিত সংস্থা, সরকার অধীনস্থ পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত কর্মী, পুরনিগম, পুরসভা, স্থানীয় বোর্ড এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের পেনশন প্রাপকরা এই সুবিধা পাবেন।ডিএ বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে কো-অর্ডিনেশন কমিটির তরফে বিশ্বজিত গুপ্ত চৌধুরী বলেন, "আমরা যেখানে ৪০ শতাংশ ডিএ-র দাবি করছি, সেখানে চার শতাংশ ঘোষণা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী কি আমাদের উপর দয়া করছেন? বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও আমরা আমাদের দাবি থেকে সরছি না, সরব না। এটা যেন রাজ্য সরকার মনে রাখে।" সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ভাস্কর ঘোষ বলেন, "সম্পূর্ণ ডিএ-র দাবিতে আমাদের আন্দোলন যে ভাবে চলছিল সে ভাবেই চলবে। আগামী ১৯ জানুয়ারি আমরা বড় কর্মসূচির ডাক দিয়েছি ওই দিন আবারও সরকারকে আমরা আমাদের দাবির কথা স্মরণ করিয়ে দেব। তা ছাড়া এই সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে দৈনিক ২২ টাকা এবং মাসে ৬৬৬ টা টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়েছে দৈনিক মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিকদের। আমাদের দাবি, এর থেকে অনেক বেশি দিতে হবে। সঙ্গে শূন্যপদ পূরণ নিয়েও আমাদের দাবি থাকবে।" বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতা স্বপন মণ্ডল বলেন, "এই সামান্য ১০ শতাংশ ডিএ নিয়ে আমাদের রাজ্যের শিক্ষক ও কর্মচারীরা খুশি নয়। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছি, সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্য সমস্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মী,পার্শ্বশিক্ষক ও সমগ্র শিক্ষার কর্মী-সহ তাদেরও সম্মানজনক বেতন কাঠামো দেওয়া হোক।" তবে তৃণমূল সমর্থিত পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারী ফেডারেশন সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। সংগঠনের আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রীর কথা ও কাজে যে মিল রয়েছে তা এই বিজ্ঞপ্তি প্রমাণ করে দিল। বিরোধী সংগঠনগুলি কী বলছে আমরা জানি না, বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর আমরা সরকারি কর্মচারীরা খুশি। তাই তাঁকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।"বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যপাল সব দিক খতিয়ে দেখে ডিএ দেওয়ার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২১ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিটে বড়দিনের উতসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে সরকারি কর্মচারীদের জন্য এই চার শতাংশ ডিএ-র ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাচক্রে ওই দিনই কলকাতা হাই কোর্ট সংগ্রামী যৌথ লঞ্চের সদস্যদের ডিএর দাবিতে নবান্নের সামনে বিক্ষোভে বসার অনুমতি দিয়েছিল।এত দিন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ৬ শতাংশ হারে ডিএ পেতেন। বৃহস্পতিবারের ঘোষণার পর থেকে তাঁরা পাবেন ১০ শতাংশ হারে। ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই ঘোষণা কার্যকর হবে বলে জানিয়েছিলেন মমতা। সেই মতোই নতুন বছরের তৃতীয় দিনে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরকার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিল। ডিএ বৃদ্ধি করায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতার ফারাক কমে হল ৩৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা বর্তমানে ৪৬ শতাংশ ডিএ পান। মমতা ঘোষণার সময়ে এ বিষয়ে কেন্দ্র-রাজ্য ফারাক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে ডিএ বাধ্যতামূলক। কিন্তু রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে তা নয়। রাজ্যে ডিএ ঐচ্ছিক।" রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ফলে সরকারের ২,৪০০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে জানানো হয়েছে। এতে উপকৃত হবেন রাজ্যের ১৪ লক্ষ সরকারি কর্মী। প্রসঙ্গত, গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৩ শতাংশ ডিএ-র ঘোষণা করেছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আবার ওই অধ্যায়েরই ১৭নং শ্লোকে আছে, 'সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং' অর্থাৎ সত্ত্বগুণে জ্ঞান লাভ হয়। তাই জ্ঞানময়ী সর্বশুক্লা দেবী শ্রী শ্রী সরস্বতী জ্ঞানে গুণান্বিত বলে তার গায়ের রং শুক্ল বর্ণা অর্থাৎ দোষহীনা ও পবিত্রতার মূর্তি। তাই পূজার জন্য দেবী সরস্বতীর মূর্তি শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে থাকে। যা পবিত্রতারই নিদর্শন। আর জ্ঞানদান করেন বলে তিনি জ্ঞানদায়িনী। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নিরাপদ ও পরিবেশ-বান্ধব জীবিকা সুন্দরবনবাসীর জন্য

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসী এই কথাগুলো না বললে সুন্দরবনবাসীর কাছে একটা যেন অসম্পূর্ণ ইতিহাস হয়ে থাকত। বলতে গেলে শুরুতে বলতেই হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করার পর (বর্তমান) পশ্চিমবঙ্গ, ছোটোনাগপুরের মালভূলি অঞ্চল এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১৭৬৫ সালের পর বহু পরিবার এখানে এসে বসবাস শুরু করে। অমিতেশ মুখোপাধ্যায় (লিভিং উইথ ডিসাস্টারস: কমিউনিটিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন দি ইন্ডিয়ান সুন্দরবনস) এবং অনু জালাইস (পিপল অ্যান্ড টাইগারস: অ্যান অ্যানথ্রোপলজিক্যাল স্টাডি অফ দি সুন্দরবনস অফ ওয়েস্টবেঙ্গল, ইন্ডিয়া) উভয়েই লিখেছেন যে ঔপনিবেশিক শাসকরা নিজেদের রাজস্ব বৃদ্ধি করার তাগিদে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিকদের এখানে নিয়ে এসে তাঁদের দিয়ে জমি দখল করিয়ে কৃষিকাজ শুরু করান।সুন্দরবন অঞ্চলে সক্রিয় দ্য টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট নামক বেসরকারি সংস্থার কর্মী রবি মন্ডল বলেন: "মেদিনীপুরের বন্যা এবং দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফলে ওদিক থেকে আগত মানুষের স্রোত আছড়ে পড়ে এইসব কারণে নানান সময়ে মানুষ সুন্দরবনে এসে হাজির হন এবং এখানেই বসবাস শুরু করেন।" ১৯০৫ সাল নাগাদ আরেকবার এখানে বড় সংখ্যায় অভিবাসী মানুষ উপস্থিত হন যখন স্কটিশ ব্যবসাদার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন গোসাবা ব্লকে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে পল্লি পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। শ্রমিকদের তিনি কৃষিকাজের জন্য জমি ইজারা দিতেন। এই আদি দেশান্তরি মানুষদের অনেক বংশধর এখনও গোসাবায় বাস করেন এবং সুন্দরবনের উন্নয়নে ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের অবদান আজও মনে করেন।জ্যোতিরামপুর গ্রামের ৮০ বছর বয়সের রেবতী সিংয়ের আদি নিবাস ছিল রাঁচি। তাঁর ঠাকুরদাদা আনন্দময়ী সিং ১৯০৭ সালে ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের সমবায় আন্দোলনের সময়ে গোসাবায় আসেন। "ট্রামে চেপে তিনি ক্যানিং ব্লক পর্যন্ত পৌঁছন, অবশিষ্ট প্রায় ১২ ঘন্টার হাঁটাপথ সম্ভবত পদব্রজে অতিক্রম করে তবে গোসাবায় পৌঁছান। পরবর্তীকালে হ্যামিলটন ছোট লঞ্চ নৌকোর ব্যবস্থা করেন তাঁদের যাতায়াতের সুবিধের জন্য।"রেবতী শুনেছেন সেইসময় নাকি জনসংখ্যা খুব কম ছিল এবং প্রায়শই বাঘ কুমিরের আক্রমণ লেগে থাকত, পরিশ্রুত পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অবস্থায় বদল এসেছে কি? তিনি বলেন, "বাঘের আক্রমণ এখন অপেক্ষাকৃত কম। তখন কাজকর্ম বলতে এখানে কিছুই ছিল না, এখনও জীবিকা নির্বাহ করার ব্যবস্থা তেমন নেই। আমি ধান চাষ করতাম, কিন্তু এখন তা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি কারণ নদীর জল উপচে চাষের জমিতে চলে আসে।" রেবতীর তিন ছেলে অসংগঠিত ক্ষেত্রে সাধারণ কাজকর্মে নিযুক্ত।লক্ষ্মণ সর্দার, যাঁর ঠাকুরদাদা ভাগল সর্দার সমবায় আন্দোলনের অংশ নিতে রাঁচি থেকে গোসাবায় চলে আসেন, আমাদের জানান, ১৯৩২ সালে বিখ্যাত কবি এবং লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্যামিলটনের আমন্ত্রণে গোসাবায় আসেন।সেই বললে তাঁর সুন্দরবন-যাত্রার দিনটি ছিল ১৯৩২ সালের ২৯ ডিসেম্বর। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের আমন্ত্রণে গোসাবায় এসেছিলেন কবি। কবি শুনেছিলেন কৃষি, হস্তশিল্প, পশুপালন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের এই এলাকার অর্থনীতিটাই পাল্টে দিয়েছেন স্কটল্যান্ডের এই সাহেব। তাঁর আতিথেয়তায় কবি উঠেছিলেন কাঠের তৈরি সুদৃশ্য 'বেকন বাংলো'য়। কবির স্মৃতিবিজড়িত এই বেকন বাংলো সুন্দরবনে ঘুরতে আসা পর্যটকদের কাছে এখনও অন্যতম আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বর্তমানে রবীন্দ্র স্মৃতিধন্য এই বাংলো সংস্কার ও সংরক্ষণের অভাবে যেন এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে রবীন্দ্রপ্রেমীদের মধ্যে। ক্ষোভ আছে এলাকাবাসীরও। তাঁদের দাবি, সরকার বাংলোটি অধিগ্রহণ করে সংস্কার করুক এবং সেখানে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তুলুক।এদিকে ১৯০৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে গোসাবা, রাঙাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া লিজ নিয়ে একটি সমবায় গড়ে তুলেছিলেন হ্যামিল্টন। তিনি চেয়েছিলেন, প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি হোক। এলাকার চাষিদের নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন কো-অপারেটিভ রাইস মিল। সেই মিলে চাষিরা সরাসরি তাঁদের জমির ধান নায্য দামে বিক্রি করতে পারতেন। আবার এই মিলে কাজ করেই তাঁরা আলাদা লভ্যাংশও পেতেন।

রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে সমবায় তৈরি করেছিলেন। সাহেবের ইয়ং বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটির কথা শুনে উৎসাহিত কবি তাই আমন্ত্রণ পেয়ে একেবারে সশরীরে হাজির হয়েছিলেন গোসাবায়। শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে করে তিনি আসেন ক্যানিং। সেখান থেকে সাহেবের স্টিমারে করে গোসাবা ঘাট। সেখানে বিদ্যা নদীর ধারে কাঠের তৈরি সুসজ্জিত বেকন বাংলোয় ওঠেন রাত্রিবাসের জন্য।

এ হেন বাংলোটির কাঠমো আজ ভেঙে পড়ছে। বাংলো-চত্বরে চরে বেড়াচ্ছে গরু-ছাগল। সন্ধ্যার পরে নেশাখোরদের আড্ডাও জমে ওঠে সেখানে। কয়েক বছর আগে প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মণ্ডলের আর্থিক সাহায্যে বাংলো-চত্বরে একটি রবীন্দ্রমূর্তি বসানো হয়।

কিন্তু ওইটুকুই। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাংলো রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি। এলাকাবাসীর আক্ষেপ, প্রতি বছরই এসে ফিরে যাচ্ছে ২৫ বৈশাখ এবং ২২ শ্রাবণ। কিন্তু বাংলোর রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ব্যবস্থাই হচ্ছে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

প্রেম ও বিয়ের প্রশ্নে মুখ খুললেন মিমি চক্রবর্তী

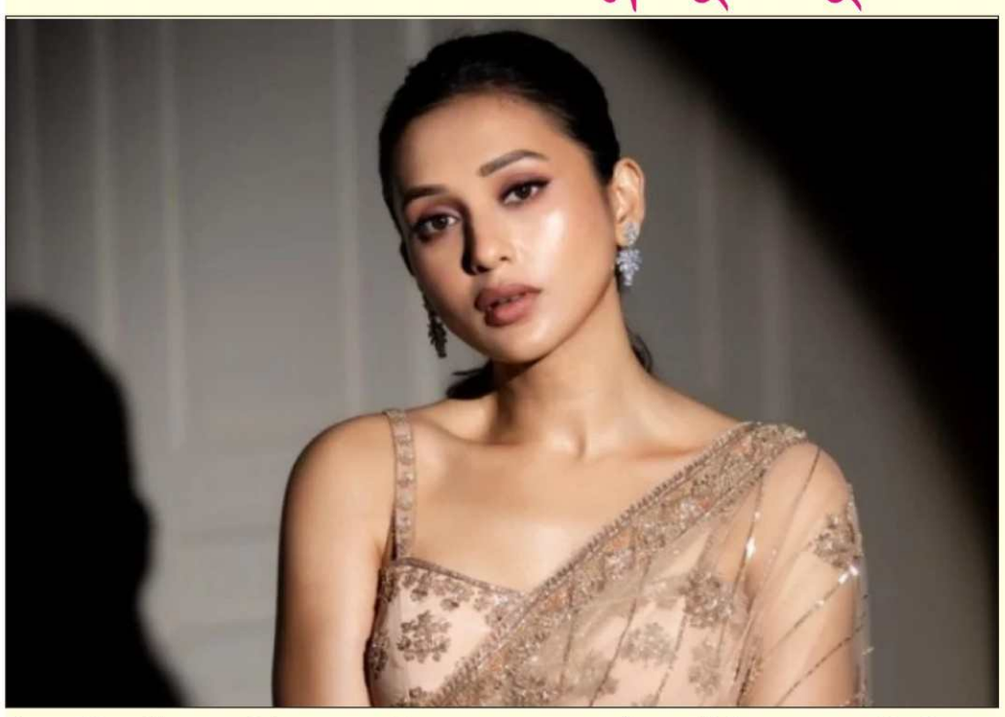

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী বর্তমানে রাজনীতির মাঠেই বেশি ব্যস্ত। তবে অভিনয় ছাড়েননি। সদ্যই 'রক্তবীজ'-এ দুর্দান্ত অভিনয় করে আলোচনায় ছিলেন। আসছে নতুন বছর। আর নতুন বছরে ওটিটিতে অভিষেক হতে চলেছে অভিনেত্রীর। আসছে তাঁর অভিনীত সিরিজ 'যাহা বলিব সত্য বলিব'। তবে অভিনয় আর রাজনীতি নিয়ে থাকলেও, প্রেম বা সম্পর্কের বিষয়ে নাম ওঠে না মিমির। এমনকী বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে তবু বিয়ের নাম নেই তার!

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বিয়ের প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অভিনেত্রী জানান, প্রেম-বিয়ের জন্য সময় নেই তার। নিজেকে বিরক্তিকর বলেও দাবি করেন মিমি। সংবাদ প্রতিদিনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বিয়ের প্রশ্ন করতেই মিমি বলেন, কি বলবো, আমি সত্যিই বিরক্তিকর। বিয়ে করার আগে ছেলে পেতে হবে। তার জন্য ডেট করতে হবে। দেখা করতে হবে, চারটে জায়গায় যেতে হবে। আমি কিছুই করি না। কাজ করি, বাড়ি ফিরি, বই পড়ি, ফোন স্ক্রল করি, তিন ছেলেপুলে (পোষ্য) নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই।

নতুন বছরের পরিকল্পনা জানতে চাইলে অভিনেত্রী বলেন, আমি ডিসিপ্লিনড লাইফে বিশ্বাস করি। থ্রু আউট দ্য ইয়ার। ওই বছর শেষে বা নতুন বছরের জন্য শুধু নয়। বাবার থেকে শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে শিখেছি। সৎ, ভালো মানুষ হতে চেয়েছি সবসময়। আর সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দিতে চাই, মানুষকে সাহায্য করতে চাই।

রাজনীতিতে জড়িয়ে অভিনয় জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা জানতে চাইলে অভিনেত্রী বলেন, 'না, না। সময় ম্যানেজ করা যায় চাইলে। আই অ্যাম ইন আ পজিশন টু চুজ। যখন একটা কাজ করি, ওটাই করি। তার সঙ্গে আরও পাঁচটা কাজ করি না। আর আমাদের রাজনীতিটা অ্যাকচুয়ালি রাজনীতির লোকের মতো করতে হয় না। আমাদের সেই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে, কাজটা প্রায়োরিটি দেওয়া এবং মানুষের কাজ করা। আমার অফিস থেকে যেন কেউ ঘুরে না যায় পরিষেবা না পেয়ে, সেটা দেখা আমার দায়িত্ব। তাই স্ট্যান্ড বাই থাকে সবসময়।'

জাহ্নবীকে 'সস্তা কিম কার্দাশিয়ান' বলে ব্যঙ্গ করণ জোহরের!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শ্রীদেবীকন্যা জাহ্নবী কাপুরের বলিউডে অভিষেক ঘটেছিল করণ জোহরের হাত ধরেই। সেই করণই কিনা প্রকাশ্যে জাহ্নবীকে 'সস্তা কিম কার্দাশিয়ান' বলে ব্যঙ্গ করলেন! ট্রেন্ডি ভাষায় বলতে গেলে ট্রল করলেন।

বছরের প্রথম দিন সোমবার সকালে 'কফি উইথ করণ'-এর নতুন প্রমো প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানেই দেখা গেল এবার করণের কাউচে বোন খুশি কাপুরকে নিয়ে হাজির জাহ্নবী। সঞ্চালকের কথার জালে জড়িয়ে প্রেমিক শিখর পাহাড়ির কথাও বলে ফেললেন। শুধু তাই নয়, ভালোবেসে কী বলে ডাকেন বয়ফ্রেন্ডকে? সেটাও ফাঁস করে দিলেন। আড্ডার মাঝখানেই জাহ্নবীকে নিয়ে করণ জোহর এবং খুশি কাপুর ঠাট্টা-তামাশা শুরু করলেন। যা শুনে বেজায় চটলেন অভিনেত্রী।

করণ খুশিকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের পরিবার নিয়ে যদি কোনো রিয়েলিটি শো হয়, সেটার নাম কী দেবে?' খুশি মজা করে বলেন, 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস কার্দাশিয়ানস।' এটা শুনেই তৎক্ষণাৎ করণ জোহর বলেন, 'মানে ওই সস্তার কার্দাশিয়ানস তাই তো?' মেন্টরের কথা শুনেই চটে যান জাহ্নবী! পালটা বলেন, 'এত সাহস হয় কী করে?' তার পরই হাসিতে ফেটে পড়েন সকলে।

প্রসঙ্গত, 'কার্দাশিয়ানস' হল কিম কার্দাশিয়ানের ভাই-বোনদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক রিয়েলিটি শো। সেটার সঙ্গেই নিজের পরিবারকে তুলনা করেন খুশি। এরপরই করণ জাহ্নবীকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার স্পিড ডায়ালে কোন ৩ জনের নম্বর থাকে? অভিনেত্রী তৎক্ষণাৎ বলেন, বাবা, খুশি আর শিখু।

উল্লেখ্য, এই শিখু ওরফে শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গেই শ্রীদেবীকন্যার প্রেমের গুঞ্জন মাসখানেক ধরে। সম্প্রতি দুজনে পূজাও দিতে গিয়েছিলেন।

২০২৪ সালে বলিউডে মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিনেমা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় শুরু হয়েছে নতুন বছর ২০২৪। বরাবরের মতো এবারের নতুন বছরটি ঘিরেও বলিউডপ্রেমীদের রয়েছে অনেক প্রত্যাশা। জানা গেছে, চলতি বছর বলিউডে বেশ কয়েকটি সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে। অন্যদিকে বেশ কিছু সিনেমা নিয়ে বিতর্কও শুরু হয়েছে। পাশাপাশি এরই মধ্যে কিছু সিনেমা সাড়া ফেলেছে দর্শকের মাঝে। জেনে নেওয়া যাক, নতুন বছরে বলিউডে যেসব সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে-

'হীরামাণ্ডি': চলতি বছরের মাঝামাঝি মুক্তি পেতে পারে সঞ্জয় লীলা বানশালীর সিনেমা 'হীরামাণ্ডি'। এ সিনেমায় একসঙ্গে দেখা যাবে মনীষা কৈরালা, সোনাক্ষী সিনহা, রিচা চাড্ডা ও সনজিদা শেখকে। নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে সঞ্জয় লীলা বানশালীর এ সিনেমা।

'পুষ্পা-২': 'পুষ্পা' সিনেমাটি ব্যাপক সাফল্যের পর জানা গেছে এর পরের সিক্যুয়েল আসছে। এমনকি আল্লু অর্জুনের অদ্ভুত লুক দিয়ে এ সিনেমার পোস্টারও মুক্তি পেয়েছে গত বছর। ফলে তারপর থেকেই 'পুষ্পা-২' সিনেমা ঘিরে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। সিনেমার একটি টিজারও কিছুদিন আগে প্রকাশ্যে আসে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেখানে সবাইকে কেবল পুষ্পাকে খুঁজতে দেখা গিয়েছিল। তবে চলতি বছর কোন সময় এ সিনেমা মুক্তি পাবে তা এখনো জানা যায়নি।

'ফাইটার': ঋতিক রোশন এবং দীপিকা পাড়ুকোনের পর্দায় রসায়ন দেখে এরই মধ্যে সিনেমার একটি গান ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়া আলোচনায় এসেছে। এ সিনেমায় এই প্রথম একসঙ্গে জুটি বেঁধেছেন ঋতিক ও দীপিকা। সিনেমার বেশ কিছু গান এরই মধ্যে মুক্তি পেয়েছে।

'সিংহাম অ্যাগেইন': অজয় দেবগণ এবারও এ সিনেমায় অভিনয়ের জাদু দেখাবেন। এ সিনেমাটির মাধ্যমে আবারও একবার পুলিশের পোশাকে দেখা যাবে অজয়কে। তবে এ সিনেমাটিতে থাকছে আরও দুই চমক। তা হচ্ছে- রণবীর সিং এবং দীপিকা পাড়ুকোন। সিনেমাটি চলতি বছরের কখন মুক্তি পাবে তা জানা যায়নি।

'মেরি ক্রিসমাস': এ সিনেমায় একই ফ্রেমে দেখা যাবে দক্ষিণী তারকা বিজয় সেতুপতি এবং বলিউড তারকা ক্যাটরিনা কাইফকে। কিছুদিন আগেই সিনেমার ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে, যা দর্শকদের অপেক্ষার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে।

'মেট্রো ইন দিনো': অনুরাগ বসুর এ সিনেমা নিয়ে দর্শকরা ভীষণ অপেক্ষায় রয়েছেন। সিনেমাটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন সারা আলী খান, অনুপম খের, আদিত্য রায় কাপুর, পঙ্কজ ত্রিপাঠি, কঙ্কণা সেনশর্মা, আলী ফজল, নীনা গুপ্তা, ফাতিমা সানা শেখসহ আরও অনেকে। সিনেমাটি ২৯ মার্চ মুক্তির কথা রয়েছে।

'বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ': সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন আব্বাস জাফর। এতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার ও টাইগার শ্রফ। এছাড়া সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করবেন সোনাক্ষী সিনহা, মানুষি ছিল্লার, আলেয়া এফ, পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। জানা গেছে, সিনেমাটি চলতি বছরের ১০ এপ্রিল মুক্তি পাচ্ছে।

'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি': এ সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে রূপদান করেছেন রাজকুমার রাও ও জাহ্নবী কাপুর। শরণ শর্মা নির্মিত এ সিনেমাটি ১৯ এপ্রিল মুক্তি পাচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে।

'স্ত্রী টু': এ সিনেমা ৩০ আগস্ট মুক্তি পাবে। অমর কৌশিক নির্মিত এ সিনেমায় অভিনয় করছেন রাজকুমার রাও, পঙ্কজ ত্রিপাঠি, শ্রদ্ধা কাপুরসহ আরও অনেকে।

'জিগরা': আলিয়া ভাট 'জিগরা' নিয়ে আসছেন। এ সিনেমায় তাকে অ্যাকশন রূপে দেখা যাবে। জানা গেছে, বসন বালা নির্মিত সিনেমাটি ২৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাচ্ছে।

'ম্যায় অটল হুঁ': সিনেমাটি ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর জীবনী অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। সিনেমায় অটল বিহারির চরিত্রে পঙ্কজ ত্রিপাঠি অভিনয় করছেন। এটি আসছে ১৯ জানুয়ারি মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে।

'সুরারাই পক্র': সিনেমাটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার। এটি চলতি বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে।

'যোদ্ধা': জানা গেছে চলতি বছরের ১৫ মার্চ এ সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে। করণ জোহরের ধর্মা প্রোডাকশনের ব্যানারে। অ্যাকশন ও থ্রিলার ঘরানার সিনেমাটি পরিচালনা করছেন সাগর আমব্রে ও পুষ্কর ওঝা। সিনেমাটিতে অভিনয় করছেন, দিশা পাটানি, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও রাশি খান্না।

বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন রাকুল প্রীত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দু-বছর আগেই প্রেমের বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছিলেন ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং। এবার প্রেমিক প্রযোজক-অভিনেতা জ্যাকি ভাগনানির সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন তিনি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেই বিয়ে করছেন 'থ্যাংক গড'নায়িকা।

বি-টাউনে আপতত বিয়ের মৌসুম চলছে। সুরায় ডুব দিয়েছেন আরবাজ, ৪৭ বছরের রণদীপ হুদা বিয়ে করেছেন লিনকে। এবার ছাদনা তলায় রাকুল প্রীত আর জ্যাকি। জানা গেছে, প্রেমের মাসেই গাঁটছড়া বাঁধবেন দুজনে। ট্রেন্ড ফলো করেই ডেস্টিনেশন বিয়ে সারছেন তারা। তবে অন্য বলি নায়িকাদের চেয়ে একটু অন্যরকম রাকুলের পছন্দ। সিদ্ধার্থ মালহোত্রার 'আইয়ারি' নায়িকা রাজস্থানে নয়, গোয়ায় সাত পাক ঘুরবেন। জুটির এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছেন, আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি রাকুল আর জ্যাকি গোয়ায় বিয়ে করতে চলেছেন। আয়োজন এলাহি হলেও হাতে গোনা অতিথির উপস্থিতিতেই হবে বিয়ের অনুষ্ঠান।

২০২১ সালে নিজেদের সম্পর্কের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন রাকুল প্রীত। প্রেমিকের হাতে হাত রাখার লেন্সবন্দি মুহূর্ত ইনস্টাগ্রামে দিয়ে অভিনেত্রী লিখেছিলেন, "এ বছরে তুমিই আমার সবচেয়ে বড় উপহার।" তারপর কেটেছে প্রায় দু-বছর। ২২-এর নভেম্বরেই নাকি বিয়ে করে নিতেন দুজনে। তবে কাজ নিয়ে ব্যস্ততার জেরে সেবার ভেস্তে যায় পরিকল্পনা। তবে এবার দিনক্ষণ পাকা।

নতুন কীর্তি গড়ে

যা বললেন রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বয়স ৩৮ বছর হয়ে গেলেও সমান তালে গোল করে চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের হয়ে প্রতিটি ম্যাচেই নিজের জাত চেনাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ২০২৩ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ গোলদাতাও হয়ে গিয়েছেন রোনালদো। এই বছরও সেই কীর্তি ধরে রাখতে চান তিনি।

গোটা ২০২৩ সালে ক্লাব এবং দেশ মিলিয়ে মোট ৫৪টি গোল রয়েছে রোনালদোর। পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকার মতো এতো গোল কেউ করতে পারেননি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন। ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখ এবং ইংল্যান্ডের হয়ে মোট ৫২টি গোল করেছেন তিনি। কিলিয়ান এমবাপ্পেও ৫২ গোল নিয়ে রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। নরওয়ের আর্লিং হালান্ড ৫০ গোল নিয়ে রয়েছেন চতুর্থ স্থানে।

সৌদির এক সংবাদমাধ্যমে রোনালদো বলেছেন, "আমি খুব খুশি। ব্যক্তিগত এবং দলগত ভাবে বছরটা আমার কাছে খুবই ভাল কেটেছে। অনেকগুলো গোল করেছি যা দলকে সাহায্য করেছে। আল নাসর এবং পর্তুগাল আমার থেকে সাহায্য পেয়েছে। ভাল লাগছে এতো গোল করে। আশা করি পরের বছর (২০২৪) আবার এই কাজ করে দেখাতে পারব।"

কেপটাউন টেস্ট:

টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে আবেশ খান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চোটের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি মোহম্মদ সামি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সামিকে টেস্ট দলে রাখা হয়েছিল। তবে তিনি সিরিজের আগে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। সেই কারণে তার দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়া হয়নি। এদিকে, সেঞ্চুরিয়ান টেস্টে ভারতের প্রথম একাদশে ছিলেন বুমরা, সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা ও শার্দুল ঠাকুর। স্কোয়াডে থাকলেও প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি মুকেশ কুমারের। কেপটাউন টেস্টে এই পাঁচ পেসারের সঙ্গে থাকবেন আবেশ খানও। যদিও দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা কম আবেশের। বোর্ড বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'দ্বিতীয় টেস্টে সামির পরিবর্ত হিসেবে আবেশ খানকে স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে।'

যদিও ভারতের হয়ে এখনও টেস্ট অভিষেক হয়নি আবেশের। দেশটির হয়ে আটটি এক দিনের ম্যাচ এবং ১৯টি টি-২০ খেলেছেন আবেশ। সব মিলিয়ে নিয়েছেন ২৭টি উইকেট। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩৮ ম্যাচে ১৪৯টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, কেপটাউন টেস্ট থেকে চোটের জন্য ছিটকে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক বাভুমা। পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দেবেন ডিন এলগার। এটিই এলগারের ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট।

কেন এতো বিতর্কিত কথা বলেন?

ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে যা বললেন গম্ভীর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিতর্ক এবং গৌতম গম্ভীরের নাম যেন সমার্থক। মাঝেমাঝেই এমন কিছু মন্তব্য করেন যা নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। কিন্তু কেন গৌতম গম্ভীর বার বার বিতর্কিত মন্তব্য করে আলোচনায় উঠে আসেন? ভক্তের এমন প্রশ্নের উত্তর দিলেন কেকেআরের নতুন মেন্টর।

এক্স প্ল্যাটফর্মে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করেছিলেন গম্ভীর। সেখানেই এক ভক্ত তাকে প্রশ্ন করেন, "কেন আপনি বার বার এত বিতর্কিত মন্তব্য করেন?" গম্ভীর প্রশ্নটি এড়িয়ে যাননি। উত্তর দিয়েছেন, "আমি যেটা মনে করি সেটাই বলি। আপনার বরং ভাবা উচিত এই বিতর্ক থেকে কার লাভ হয়?" গম্ভীরের উত্তর ভাইরাল হয়েছে।

এর আগে গম্ভীরকে আর এক সমর্থক প্রশ্ন করেছিলেন, "আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের সবচেয়ে চিন্তার কারণ কোন দেশ?" গম্ভীর উত্তর দিয়েছিলেন, "আফগানিস্তান। ওই পরিবেশে আফগানরা বিপজ্জনক দল হয়ে উঠতে পারে। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়া রয়েছে, যাদের দলে প্রভাব ফেলার মতো ক্রিকেটার অনেকে। ইংল্যান্ডের নামও করব। কারণ টি-টোয়েন্টি যেভাবে খেলা উচিত সেভাবেই ওরা খেলে।"

এর পরেই গম্ভীরের মন্তব্য, "আমার একটা অন্য রকম দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আমি চাই দক্ষিণ আফ্রিকা জিতুক। ওরা অনেক দিন সাদা বলের প্রতিযোগিতায় জেতেনি। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে ওদের যা উন্নতি দেখেছি তাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা উচিত।"

কঠিন শাস্তি পেলেন আফগান তারকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবার কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হলেন রহস্যময় আফগানিস্তান স্পিনার মুজিব উর রহমান। মূলত, ২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে থাকার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন মুজিব, ফজলহক ফারুকি ও নাভিন-উল-হক। তাদের এমন চাওয়া ভালোভাবে নেয়নি আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। বরং এক বিবৃতিতে এসিবি জানায়, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে আগামী দুই বছর এই তিন ক্রিকেটারকে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দেওয়া হবে না। পাশাপাশি তাদের বর্তমান এনওসিও বাতিল করা হয়।

এসিবির এমন সিদ্ধান্তের পর বেশ বিপাকে পড়েছেন মুজিব উর রহমান। কারণ বর্তমানে বিগ ব্যাশ খেলতে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় আছেন। এই আসরের জন্য শুরুতে তাকে এনওসি দেওয়া হলেও এবার তার এনওসি বাতিল করেছে বোর্ড। ফলে এখন থেকে আর কোনো ম্যাচ খেলতে পারবেন না এই রহস্যময় স্পিনার।

বিগ ব্যাশে আজ মেলবোর্ন স্টারসের মুখোমুখি হচ্ছে মেলবোর্ন রেনেগেডস। এই ম্যাচে মুজিবকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি মেলবোর্ন রেনেগেডস। কারণ হিসেবে দলটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'তার অনাপত্তিপত্রের শর্তাবলি পাল্টানো'র পর ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়েছেন।

মুজিবের দল রেনেগেডস এর আগেই অবশ্য এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল, 'বিবিএলে মুজিবকে পাওয়া ন্যুপাওয়া নিয়ে নতুন এমন কোনো বার্তা পাওয়া যায়নি, যে কারণে পূর্বের পরিকল্পনা পাল্টে যেতে পারে। বিবিএলের বাকি মৌসুম পর্যন্ত ক্লাব তাকে সমর্থন দিয়ে যাবে।' গতকাল মেলবোর্ন রেনেগেডস নতুন বিবৃতিতে বলেছে, 'তার অনাপত্তিপত্রের শর্তাবলি পরিবর্তনের পর মুজিব উর রহমানকে স্কোয়াড থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে।'

এদিকে নাভিন ও ফারুকি এসিবির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন পরে। এসিবি জানিয়েছে, তারা আবারও দেশের প্রতিনিধিত্ব করার জোরালো ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। দুই খেলোয়াড়কে এরপরই আরব আমিরাতের বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১৮ সদস্যের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শাহিনকে অধিনায়ক চান না আফ্রিদি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ব্যর্থতার পর তিন সংস্করণেই নেতৃত্বে বদল এনেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। টেস্টে দায়িত্ব পান শান মাসুদ, টি-টোয়েন্টিতে ফাস্ট বোলার শাহিন আফ্রিদি। তবে শাহিনকে এখনই নেতৃত্বে দেখতে চান না তার শ্বশুর পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার শহীদ আফ্রিদি। শাহিনকে বোলিংয়েই মনোযোগ দিতে বলেছেন তিনি।

জামাতার অধিনায়কত্ব নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আফ্রিদি বলেন, শাহিনকে পাকিস্তানের নেতৃত্বে আনার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। তার মতে অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে যোগ্য ছিল মোহাম্মদ রিজওয়ান। ফাউন্ডেশনের কাজে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করা আফ্রিদি মেলবোর্নে এক অনুষ্ঠানে গিয়ে পাকিস্তানের ক্রিকেটের অধিনায়কত্বের বদল নিয়েও কথা বলেছেন।

তিনি বলেন, 'আমি রিজওয়ানকে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চাই। কিন্তু ভুলবশত শাহিনকে অধিনায়ক করা হয়েছে। কঠোর পরিশ্রম ও খেলার প্রতি মনোযোগের কারণে আমি রিজওয়ানের প্রশংসা করি। কে কী করলো না করলো, সেসবে ওর আগ্রহ নেই। ওর সবচেয়ে ভালো গুণ শুধু খেলার প্রতি মনোনিবেশ করা। সে সত্যিই একজন যোদ্ধা।'

পাঁচ বছরের চুক্তিতে

পিএসজিতে বেরাওদু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মৌসুমের মাঝামাঝি রক্ষণে শক্তি বাড়াল পিএসজি। স্বদেশের ক্লাব সাও পাওলো থেকে প্যারিসের ক্লাবটিতে যোগ দিলেন তরুণ ব্রাজিলিয়ান সেন্টার-ব্যাক লুকাস বেরাওদু। ২০ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডারকে পাঁচ বছরের চুক্তিতে দলে টানার কথা সোমবার বিবৃতি দিয়ে জানায় পিএসজি। ব্রাজিলের শীর্ষ লিগে সাও পাওলোর শুরুর একাদশের নিয়মিত সদস্য ছিলেন বেরাওদু। ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়েও খেলেছেন তিনি।

টানা তৃতীয় লিগ আঁ শিরোপা জয়ের মিশনে ১৭ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে পিএসজি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা নিসের চেয়ে ৫ পয়েন্টে এগিয়ে আছে লুইস এনরিকের দল।

ফর্মের চূড়ায় থেকে

অবসর নিলেও আক্ষেপ নেই ব্রডের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছন্দেই ছিলেন স্টুয়ার্ট ব্রড। তেমন কোনো চোট সমস্যাও ছিল না তার। তাই সহজেই আরও কয়েক বছর খেলে যেতে পারতেন অভিজ্ঞ এই পেসার। কিন্তু ফর্মের চূড়ায় থেকে ক্যারিয়ারের ইতি টানার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেন তিনি। আর তাই আগেভাগে খেলা ছাড়ায় কোনো আক্ষেপও নেই সাবেক এই ইংলিশ ক্রিকেটারের।

গত জুলাইয়ে অ্যাশেজ সিরিজের পঞ্চম টেস্টের মাঝপথে হুট করে পেশাদার ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন ব্রড। তার এমন সিদ্ধান্ত চমক হয়ে এসেছিল অনেকের জন্যই। কারণ ওই সিরিজে বেশ ভালো বোলিং করছিলেন ব্রড। সিরিজের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

একেবারে শেষটাও দুর্দান্ত হয়েছিল ব্রডের। এমন সমাপ্তি হয়তো নিজেও কল্পনা করতে পারেননি তিনি। ক্যারিয়ারের শেষ বলে পান উইকেট, কট বিহাইন্ড করেন অস্ট্রেলিয়ান কিপার-ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স কেয়ারিকে। এমন কীর্তি আছে খুব কম বোলারেরই।

ইতিহাসের দ্বিতীয় পেসার হিসেবে ৬০০ টেস্ট উইকেটের মাইলফলক (৬০৪) ছোঁয়া ব্রড অবসরের মাস ছয়েক পর বললেন, চাইলে আরও দুই বছর খেলে যেতে পারতেন তিনি। অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনের কারণও স্কাই স্পোর্টসে খোলাসা করলেন তিনি।

তিনি জানান, নিজের কাছেও মনে হয়েছিল আমি আরও কয়েক বছর খেলতে পারতাম। কিন্তু ইংল্যান্ডের জার্সিতে খেলে, চূড়ায় থেকে শেষ করতে চেয়েছিলাম। সঠিক সময়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা আমাকে করতেই হতো। অবসর নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আক্ষেপ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল।

ব্রড আরও বলেন, বিভিন্ন প্রজন্মের ক্রিকেটার, যাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, সবার (অবসর নেওয়ার পর) একবার হলেও মনে হয়েছে, 'আমি আর পেশাদার ক্রিকেটার নই'। আমি নিশ্চিত নই, হয়তো ইংল্যান্ড যখন ভারতে যাবে কিংবা এপ্রিলে ট্রেন্টব্রিজে নটিংহ্যামশায়ার যখন মাঠে নামবে, তখন হয়তো আমারও তেমন লাগতে পারে। কিন্তু আমি এর চেয়ে ভালোভাবে শেষ করতে পারতাম না। আমি যদি আরো ১০ বছরও খেলি, তাহলেও এমন শেষের পুনরাবৃত্তি করতে পারতাম না। তাই এ নিয়ে কোনো আফসোস নেই।

আরও উন্নতির তাগিদ

অ্যাস্টন ভিলা কোচের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি জয়ের ক্লাব রেকর্ড, ঘরের মাঠে লিগে নিজেদের টানা সবচেয়ে বেশি জয়ের রেকর্ড, লিগ শিরোপার দৌড়ে প্রতিষ্ঠিত বড় দলগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানানো- পরিসংখ্যানই বলছে ২০২৩ সালটা অসাধারণ কেটেছে অ্যাস্টন ভিলার। সেই তৃপ্তি আছে উনাই এমেরির। তবে নতুন বছরে তাদের আরও অনেক কাজ করতে হবে বলে মনে করছেন দলটির এই স্প্যানিশ কোচ।

বছরে নিজেদের শেষ ম্যাচে শনিবার প্রিমিয়ার লিগে ১০ জনের বার্নলিকে ৩-২ গোলে হারায় ভিলা। ২০ ম্যাচে ১৩ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার দুই নম্বরে আছে এমেরির দল। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে শীর্ষে আছে লিভারপুল। ইয়ুর্গেন ক্লপের দল অবশ্য একটি ম্যাচ কম খেলেছে। সোমবার তারা খেলবে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে। লিভারপুলের সমান ১৯ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে শিরোপাধারী ম্যানচেস্টার সিটি। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে চারে আর্সেনাল।

ঘরের মাঠে লিগে ভিলার টানা ১৫ ম্যাচের রেকর্ড জয়যাত্রা থেমে যায় গত সপ্তাহে, শেফিল্ড ইউনাইটেডের সঙ্গে ১-১ ড্রয়ে। পরের ম্যাচে তারা ৩-২ গোলে হারে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে। ভিলা পার্কে বার্নলিকে হারিয়ে আবার তারা ফিরল জয়ের ধারায়।

ম্যাচের পর এমেরিকে জিজ্ঞেস করা হয়, পরের বছরটি আরও ভালো হতে পারে কি-না। ৫২ বছর বয়সী কোচ তুলে ধরেন আরও উন্নতির লক্ষ্যের কথা।

তিনি জানান, সবসময় আমাদের লক্ষ্য উন্নতি করা এবং আরও ভালো হওয়া। বছরটি সত্যিই দুর্দান্ত ছিল। তবে পরের ম্যাচের জন্য আমি খুব রোমাঞ্চিত। আমাদের ৪২ পয়েন্ট আছে এবং আমরা স্বাচ্ছন্দ্য ও খুশি হতে পারি, কিন্তু আগামী বছরের জন্য আমার প্রত্যাশা হচ্ছে উন্নতি করার চেষ্টা করা। আমরা কীভাবে উন্নতি করতে পারি, সেটাই আমি দেখব।

২০২২ সালের অক্টোবরে ভিলার দায়িত্ব নেন এমেরি। তার কোচিংয়ে এই বছরে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে দলটি জিতেছে ক্লাব রেকর্ড ৩২ ম্যাচ।

উনাই এমেরি জানান, যখন আমি এখানে এসেছিলাম, বার্তা ছিল পরিষ্কার- ইউরোপে খেলার চেষ্টা করা, লিগে সেরা দশে, সেরা সাতে থাকার চেষ্টা করা। এখন আমরা শীর্ষ চারে আছি। আমরা এই মুহূর্তে যে অবস্থানে আছি, যদি ৩০, ৩২ রাউন্ডেও এখানে থাকি, তাহলে হয়তো ভাবতে পারি (শিরোপা জয়ের) সুযোগ আমাদের।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR